সুলতান সিরিজ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

দ্য ডায়নামিক সুলতান

আবদুল হামিদ খান

ও উসমানি খিলাফত পতনের ইতিহাস

সুলতান সিরিজ

দ্য ডায়নামিক সুলতান

আবদুল হামিদ খান

ও উসমানি খিলাফত পতনের ইতিহাস

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০২৩
প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩২০, US $ 13, UK £ 10

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96712-6-8

Sultan Abdul Hamid Khan
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

মরু সাহারায় গন্তব্যহীন পথিক আকুল হয়ে খুঁজে ফিরে ফলে-ফুলে সুশোভিত এক টুকরো ওয়েসিস, যেখানে সে পাবে এক আঁজলা শীতল পানি আর এক থোকা ফলের সন্ধান, যা হবে তার দুর্গম পথের অভিযাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার শক্তির আধার; তেমনি ইতিহাসের একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকও ইতিহাসের অগণা পাতায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজে ফিরে এমন এক আদর্শ সত্তা, যার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাঙিয়ে তুলবে তার নিজের এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ।

যারা হারানো খিলাফত ফিরে পাওয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা, শতাব্দীকাল ধরে যাদের অন্তর গুমরে কাঁদছে খিলাফত হারানোর বেদনায়, হতাশার ইতিহাসে যারা খুঁজে ফিরছেন প্রত্যাশার দৃঢ়তা, সেই স্বপ্নবিহারীদের জন্য সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের জীবনী হতে পারে আঁধার রাতের ধ্রুবতারা, পথহারা পথিকের গন্তব্যের কুতুব মিনার।

এক অলৌকিক সত্তা ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খান রাহ.; যে নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে উছলে ওঠে আবেগ। গর্ব ও হতাশার মিশ্র অনুভূতিতে কণ্ঠ হয়ে পড়ে আড়ষ্ট। ছিলেন এমন এক মহাপুরুষ, সম্পূর্ণ একা ঘরে-বাইরে লড়াই চালিয়ে যিনি পুরো পাশ্চাত্যের সামনে হয়ে উঠেছিলেন দুর্লঙ্ঘ্য সন্দে সিকান্দরি। যে মহামানব আকুল হয়ে ডাকছিলেন উম্মাহকে তাঁর ছত্রছায়ায় এসে খিলাফতব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে। ঐক্যের পতাকাতলে সবাইকে জড়ো করতে চালিয়েছিলেন অন্তহীন প্রচেষ্টা। কিন্তু একটা জাতি যখন স্বেচ্ছামরণে তৎপর হয়ে ওঠে, তার পতন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। দুর্ভাগ্য উম্মাহর, তারা উম্মাহদরদি ওই মহান পুরুষের মূল্যায়ন করতে পারেনি সঠিক সময়ে।

আবদুল হামিদকে পশ্চিমারা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালিয়েও পরাজিত করতে পারত না, পারত না বিশাল তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিতে; যদি না পাশ্চাত্যকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা জোগাত তাঁরই হতভাগা জাতি, তাঁরই কাছের অভিশপ্ত লোকজন। তারপরও প্রতিরোধের আকাশে চিরকাল ধ্রুবতারা হয়েই অমর থাকবেন ওই মহান সুলতান। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদী মাদহাত পাশা ও কামাল পাশা চিরকালই অভিশাপ কুড়িয়ে যাবে মুক্তির অনুসন্ধানী উম্মাহর। তারা অভিশপ্তদের নমুনা হয়েই টিকে থাকবে উম্মাহর ইতিহাসে।

খিলাফত হারানোর অধ্যায় শতবর্ষের সীমা ছুঁই ছুঁই করছে, উম্মাহর কণ্ঠে নতুন করে জাগরণের সুর উঠেছে। এতে প্রমাণিত হয় উম্মাহর চেতনায় পরিবর্তন আসছে। তারা ফিরে পেতে চাচ্ছে হারানো খিলাফত। আমাদের ক্ষুদ্র এই প্রয়াস সেই স্বপ্নসারথিদের উদ্দেশেই। তাঁরা দেখুক, বুঝুক—কে ছিলেন সুলতান আবদুল হামিদ। হতাশার দিগন্তহীন সাহারায়ও প্রাণ বাঁচানোর ক্ষীণ আশায় কেমনতর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়, কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় চতুর্মুখী বিপদের তুফান—তারা একটু আশ্বস্থ করে নিক।

খিলাফত-প্রত্যাশীরা যদি গ্রন্থটি থেকে কিছুটা হলেও সবক হাসিল করেন, তাহলেই শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি *উসমানি খিলাফতের ইতিহাস* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। কিন্তু এটির আবেদন বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে শায়খ সাল্লাবি আলাদাভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন বিধায় আমরাও তাঁকে অনুসরণ করেছি।

আল্লাহ শায়খ সাল্লাবিসহ গ্রন্থটির অনুবাদক, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
৩০ এপ্রিল ২০২০

উপহার

আল্লাহর দীনের সম্মান এবং সাহায্যের জন্য লালায়িত মুসলিমদের করকমলে। আল্লাহর আসমায়ে হুসনা ও উন্নত গুণাবলির মাধ্যমে প্রার্থনা করছি—কাজটি যেন কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির নিমিত্তে হয়।

আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং যে তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।' [সূরা কাহাফ : ১১০]

—ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১১

প্রথম অধ্যায়

সুলতান আবদুল হামিদের ব্যক্তিত্ব # ১৫

এক : চাচা সুলতান আবদুল আজিজের সঙ্গে ইউরোপ সফর ১৫
দুই : খিলাফতের বায়আত এবং সংবিধান ঘোষণা ১৮
তিন : বলকানের উপদ্রব এবং বিদ্রোহসমূহ ২৬
চার : রাশিয়া এবং উসমানি সাম্রাজ্যের মধ্যকার যুদ্ধ ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি ঐক্য # ৩৭

এক : সুলতান আবদুল হামিদ এবং জামালুদ্দিন আফগানি ৪১
দুই : সুফিবাদী সিলসিলা ৪৪
তিন : উসমানি সালতানাতকে আরবি রংয়ে রাঙাবার প্রয়াস ৪৬
চার : শিক্ষা এবং পর্দাহীনতার ওপর সুলতানের হস্তক্ষেপ ৪৮
পাঁচ : মাদরাসাতুল আশাইর প্রতিষ্ঠা ৫০
ছয় : হিজাজ রেললাইনের পরিকল্পনা ৫৩
সাত : মানুষের ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টির চেষ্টা ৫৭
আট : সুলতান কর্তৃক শত্রুদের চক্রান্ত বানচাল ৫৯
নয় : লিবিয়ায় ইতালির আগ্রাসন ৬০

তৃতীয় অধ্যায়

সুলতান আবদুল হামিদ এবং ইয়াহুদি জাতি # ৬৩

এক : দোনমে (DÖNMEH) ইয়াহুদি সম্প্রদায় ৬৪
দুই : সুলতান আবদুল হামিদ এবং বিশ্ব ইয়াহুদি নেতা থিয়োডর হার্জেল ৬৯

চতুর্থ অধ্যায়

সুলতান আবদুল হামিদ এবং ইত্তিহাদ ভে তেরাক্কি জেমিয়েতি # ৭৭

পঞ্চম অধ্যায়

সুলতান আবদুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুতি # ৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইত্তিহাদিদের সরকার এবং সালতানাতে উসমানির বিলুপ্তি # ৯৪

সপ্তম অধ্যায়

সেকুলার তুরস্কে ইসলামের নিদর্শনাবলি # ১১২

এক : নিরাপত্তাবিষয়ক সুপ্রিম কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ১১৬
দুই : সালামাত পার্টির কার্যক্রম ১১৮

অষ্টম অধ্যায়

উসমানি খিলাফত বিলুপ্তির কারণ # ১৩০

এক : প্রাক্‌কথন ১৩০
দুই : আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার আকিদা থেকে বিমুখ হওয়া ১৩৩
তিন : ইবাদতের বোধজ্ঞান সীমিত হয়ে পড়া ১৪১
চার : শিরক-বিদআতসহ অন্যান্য ভ্রষ্টাচারের প্রসার ১৪৯
পাঁচ : বিভ্রান্ত সুফিরা ১৫৬
ছয় : ভ্রান্ত দলসমূহের কার্যক্রম ১৬১
সাত : দীনদার নেতৃত্ব হারিয়ে যাওয়া ১৬৪
আট : ইজতিহাদের দরজা বন্ধ ঘোষণা ১৭৩
নয় : দেশে অত্যাচার ও নিপীড়ন ব্যাপক হওয়া ১৭৫
দশ : ভোগবিলাস এবং প্রবৃত্তিপরায়ণতা ১৭৮
এগারো : দ্বন্দ্ব এবং দলাদলি ১৮০

সারসংক্ষেপ # ১৮৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা কেবল আল্লাহর, আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, যাঁর কাছে ক্ষমার আবেদন জানাই। আশ্রয় চাই তাঁর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা এবং মন্দ কৃতকর্ম থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না; আর যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে ইমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

> হে ইমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

গ্রন্থটি আমার রচিত *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত* গ্রন্থের অংশবিশেষ। পাঠকরা উপকৃত হবে ভেবেই মূলত অংশটুকু আলাদা মলাটে নিয়ে আসা, যাতে তারা সহজে মুসলিমদের ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, এ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ নিতে পারে। অর্জন করতে পারে ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে মুসলিমদের সংঘাতের জ্ঞান। গ্রন্থটি সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সেই মহান প্রচেষ্টার এক বিশদ বিবরণী, যা তিনি ইসলামের খিদমতের উদ্দেশ্যে, দাওলাতে উসমানিয়ার প্রতিরক্ষায় এবং বিক্ষিপ্ত মুসলিমসমাজকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে চালিয়েছিলেন। এ গ্রন্থ পাঠে জানা যাবে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে কী রকম ইসলামি ঐক্যের চিন্তাচেতনা জন্ম

নিয়েছিল। তিনি ময়দানে কী ভূমিকা রেখেছিলেন। বিস্তারিত বর্ণনা দেবে ইসলামি ঐক্যের জন্য তিনি কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, কীভাবে দীনের দায়ি এবং বিভিন্ন সিলসিলার সুফি-সাধকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কীভাবে সাম্রাজ্যকে আরবি রংয়ে রাঙাতে চেয়েছিলেন, মাদরাসাতুল আশাইর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনুরূপ চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরবে মহান সুলতান কর্তৃক পবিত্র হিজাজভূমিতে রেললাইন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা, শত্রুদের আগ্রাসন ও মতবাদ নস্যাতের প্রচেষ্টার কথা।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থটি সেই বিশ্ব ইয়াহুদিবাদীদের মুখোশ উন্মোচন করে দেবে, যাদের সহায়তায় সুলতান আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধীরা সক্রিয় হয়ে ওঠেছিল। যেমন : আরমেনীয় বিদ্রোহীগোষ্ঠী, বলকানের জাতীয়তাবাদী দলগুলো, ইত্তিহাদ ভে তেরাক্কি জেমিয়েতি (তুর্কি ঐক্য উন্নয়ন পরিষদ) নামধারী তথাকথিত বিপ্লবী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতি ও সংগঠনগুলো; যাদের প্ররোচনা ও সহায়তায় সুলতানকে পদচ্যুত করার মাধ্যমে ভেঙে ফেলা হয়েছিল গৌরবময় খিলাফতের ঐতিহ্য। এ গ্রন্থ মুখোশ ছিঁড়ে ফেলবে মুসতাফা কামাল পাশা নামক এক মিথ্যে হিরোর। বর্ণনা করবে কীভাবে সে তুর্কিদের থেকে তাদের আকিদা-বিশ্বাস, দীন ও ইসলামি ঐতিহ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল। কীভাবে দীনের দায়িদের পথচলা কণ্টকাকীর্ণ করে তুলেছিল। কীভাবে মহান মুসলিম সাম্রাজ্যে পর্দাহীনতার অভিশাপ আমদানি করে একে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের আদলে বদলে ফেলেছিল।

গ্রন্থের শেষ দিকে কুরআনের আলোকে উম্মাহর পতনের কারণগুলো পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়েছে। বলা হয়েছে—পতনের কারণ ছিল অনেক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ ছিল :

উম্মাহ দীনি চিন্তাচেতনা তথা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা (আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা) আকিদা থেকে বিমুখ ও বিচ্যুত হওয়া, ইবাদতের কল্যাণ এবং গুরুত্বের অনুভূতি হারিয়ে যাওয়া, শিরক-বিদআত এবং পাপাচার অবাধ হয়ে যাওয়া, সামজে সুফিবাদের নামে মিথ্যুক ধর্মব্যবসায়ীদের একটা দলের আত্মপ্রকাশ এবং এমনসব আকিদা ও চিন্তাচেতনার প্রচার, যা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহবিরোধী।

এ গ্রন্থ একজন সচেতন মুসলিমকে সতর্ক করে বলবে, এসব ভ্রান্ত ফিরকা থেকে বেঁচে থাকো, যারা উম্মাহকে দুর্বল করেছে। যেমন : ইসনা আশারিয়া শিয়া, দ্রুজ, নুসাইরি, ইসমাইলি, কাদিয়ানি, বাহায়ি ইত্যাদি।

এ গ্রন্থ আরও বলবে, আজ উম্মাহ সঠিক ইসলামি নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত; আর এ ধরনের বঞ্চিতিই হচ্ছে জাতির পতনের মূল কারণ। বলবে একটি সাম্রাজ্যের পতনে এর চেয়েও বড় পতন হচ্ছে আলিমসমাজ সরকারের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে

যাওয়া, বখশিশ, বেতন ও উচ্চপদের জন্য লালায়িত হয়ে পড়া। দীনদারিকে পেছনে ফেলে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। এ গ্রন্থ বলবে, উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ দিকে কীভাবে দীনি ইলম অর্জনের প্রতি মানুষ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। কীভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজেদের নিয়ে মজে ছিল। কীভাবে সারাংশ, ব্যাখ্যা, টীকা এবং নোট মূল গ্রন্থের জায়গা দখল করে নিয়েছিল। কীভাবে শিক্ষিতশ্রেণি ইসলামের প্রাণ তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে সরে পড়েছিল। কীভাবে কতিপয় আলিম ইজতিহাদের দরজা রুদ্ধ বলে দাবি করেছিল। কীভাবে ইজতিহাদের প্রচেষ্টা এবং যুগচাহিদা-সংক্রান্ত প্রয়াসকে অনৈসলামিক ও কবিরা গুনাহ বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল। কীভাবে তারা তাদের অনুসরণকারীদের কুফরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।

একইভাবে গ্রন্থটি সেই অত্যাচার-অনাচারের বিবরণও পেশ করবে, যা পুরো সাম্রাজ্যে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ভোগবিলাসিতা, আত্মপূজায় ডুবে থাকা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, দলে দলে বিভক্তি এবং শরিয়ত থেকে দূরে সরে পড়ার ফলে সৃষ্ট ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ায় কীভাবে তাদের সামরিক, অর্থনৈতিক, ইলমি, আমলি ও সামাজিক সৌকর্য ধসে পড়েছিল। বর্ণনা করবে কীভাবে উম্মাহ শত্রুদের মোকাবিলা করার, তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। কীভাবে তাদের থেকে বিজয়ের শর্তগুলো তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের অসহায় শিকারে পরিণত হলো। জাগতিক পরাজয়ের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধেও পরাজিত হলো। কীভাবে দুনিয়াবি ও আত্মিক উপায়-উপকরণের দিক দিয়ে একেবারে দরিদ্র হয়ে গেল। সেই ঐশী নীতি থেকেও উদাসীন হয়ে পড়ল, যা একটি জাতির উত্থানের ক্ষেত্রে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। আল্লাহ বলেন,

> আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ইমান আনত এবং পরহেজগারি অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম; কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের পাকড়াও করেছি। [সুরা আরাফ : ৯৬]

এ গ্রন্থটি মহান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে আলোকিত করে তোলার, তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত ভ্রান্তির খণ্ডন এবং তাঁর চরিত্রে জুড়ে দেওয়া মিথ্যা অপনোদনের ঐকান্তিক প্রয়াসমাত্র। গ্রন্থটি তুলে ধরবে উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের প্রকৃত কারণ, যাতে দাওয়াহ, আন্দোলন, ইলমের পথে অভিযাত্রী এবং আল্লাহর দীনের মর্যাদা বুলন্দকারীরা উপকৃত হতে পারেন।

আল্লাহ সমীপে আশা করছি আমার এ প্রয়াস যেন তাঁর সন্তুষ্টির নিমিত্তে গৃহীত হয়।

তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারের মাধ্যম হয়। প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে পুণ্য দান করা হয় এবং তা আমার পুণ্যের পাল্লায় রাখা হয়। অনুরূপ আমার যে ভাইয়েরা এই গ্রন্থ পূর্ণতায় পৌঁছাতে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের উত্তম প্রতিদান এবং সাওয়াব প্রদান করা হয়।

হে আল্লাহ, তোমার সত্তা সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত। তুমিই সব প্রশংসার হকদার। তুমি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার সমীপেই আমার প্রত্যাবর্তন।

মহান রবের ক্ষমা ও দানের ভিখারি—
আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি
৯ জিলহজ ১৪২২
২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

প্রথম অধ্যায়

সুলতান আবদুল হামিদের ব্যক্তিত্ব

১২৯৩-১৩২৭ হিজরি—১৮৭৬-১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ

সুলতান আবদুল হামিদ ছিলেন উসমানি খিলাফতের ৩৪তম সুলতান। ৩৪ বছর বয়সে ক্ষমতাসীন হন। তাঁর জন্ম ১৬ শাবান ১২৫৮ হিজরি—১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ।

১০ বছর বয়সে মাতৃহারা হলে বন্ধ্যা সৎমায়ের কোলেই লালিতপলিত হন এ মহান সুলতান। মহিয়সী ওই নারী তাঁকে গড়ে তুলেন সন্তানের মতো স্নেহ দিয়ে। সুলতানকে তিনি এতই ভালোবাসতেন যে, ইনতিকালের সময় তিনি সমুদয় সম্পদ ও ভূসম্পত্তি দিয়ে যান তাঁকে। সুলতানের জীবনে তাঁর সৎমায়ের দীক্ষা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর গাম্ভীর্য, দীনদারী এবং শান্ত ও নিচু কণ্ঠের কথাবার্তা খুব পছন্দ করতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুলতানের ব্যক্তিত্বের ওপর এই মহীয়সী নারীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।

আবদুল হামিদ সুলতানি প্রাসাদে যুগশ্রেষ্ঠ আদর্শিক চরিত্রবান শিক্ষকদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। আরবি ও ফার্সি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্র। সাহিত্যের প্রতিও ছিল বিশেষ অনুরাগ। এ ছাড়া ইলমে তাসাওউফের রহস্য সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেন। তুর্কি ও আরবিভাষায় কাব্য রচনা করেন। এসব কাব্যে তাঁর জীবনদর্শন ফুটিয়ে তোলেন।[১]

তিনি সামরিক বিদ্যাও অর্জন করেন। তলোয়ার চালনা এবং তিরন্দাজিতে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। সর্বদা শরীরচর্চা করতেন। বিশ্ব রাজনীতির ওপর ছিল গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি। সবসময় পুরো দেশের খবর রাখতেন।

এক. চাচা সুলতান আবদুল আজিজের সঙ্গে ইউরোপ সফর

সুলতান আবদুল আজিজ উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল নিয়ে ইউরোপ সফরে গেলে

[১] *আস-সুলতান আবদুল হামিদ সানি*, মুহাম্মাদ হারব : ৩১।

সে প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে অংশ নিয়ে আবদুল হামিদ ইউরোপীয়দের সামনে তাঁর সাদাসিধে পোশাক এবং প্রশংসনীয় গুণাবলির মাধ্যমে ভিন্নভাবে আবির্ভূত হন।

আবদুল হামিদ সফরের প্রস্তুতিস্বরূপ আগে থেকেই ইউরোপ-সংক্রান্ত পূর্বজ্ঞান অর্জন করেন। পশ্চিমে যা কিছু দেখেছিলেন, সে ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম এবং এসবের ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়াও ছিল বিশুদ্ধ। প্রতিনিধিদলটি ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিল। যেমন : ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে, ইংল্যান্ডে রানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে, বেলজিয়ামে দ্বিতীয় লিওপোল্ডের সঙ্গে, জার্মানির প্রথম উইলহেল্মের সঙ্গে এবং অস্ট্রিয়ায় ফ্রাসোয়াঁ জোসেফ প্রমুখের সঙ্গে।[৭]

ইতিপূর্বে এই প্রতিনিধিদল সুলতান আবদুল আজিজের সঙ্গে মিসর সফর করেছিল। মিসরে তারা ইউরোপীয়দের চাকচিক্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তারা দেখতে পায় কীভাবে মিসরিরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, কী কারণে তারা বাইরের ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। প্রতিনিধিদল দেখতে পায় মিসরের শাসক ইসমাইল পাশা কেমন অপচয় ও অপব্যয়ের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কীভাবে সে মিসরকে ইউরোপের রংয়ে রাঙাতে চাচ্ছে। এই সফরে উসমানি প্রতিনিধিদল ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং হাঙ্গেরির অধীন অস্ট্রিয়াকে অত্যন্ত কাছ থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

এই সফর থেকে আবদুল হামিদ তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর শাসনামলে এ থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেন। অর্জিত বিষয়গুলোর উল্লেখযোগ্য কিছু হচ্ছে :

১. ইউরোপীয়দের জীবনধারা, জীবন পরিচালনা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়-আশয়। যেমন : বিস্ময়কর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, চরিত্রগত ব্যাপার এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক।

২. শিল্প ও সামরিক ক্ষেত্রে তাদের অবিশ্বাস্য উন্নতি। বিশেষ করে ফরাসি ও জার্মানদের স্থলবাহিনী এবং ব্রিটেনের নৌবাহিনী।

৩. বিশ্বরাজনীতির কূটকৌশল।

৪. উসমানি খিলাফতের রাজনীতির ওপর ইউরোপীয়দের প্রভাব বিস্তার। বিশেষ করে তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রভাব এবং সুলতান আবদুল হামিদের চাচা সুলতান আবদুল আজিজের ওপর মন্ত্রী আলি পাশাকে সাহায্য করার চাপ।

---

[৭] *আস-সুলতান আবদুল হামিদ সানি*, মুহাম্মাদ হারব : ৩৩।

অথচ আবদুল আজিজ ধারণাও করতে পারেননি যে, তাঁর ওপর বাইরের কোনো চাপ রয়েছে।

এই সফরের মাধ্যমে তাঁর অনুমিত হয় ফ্রান্স একটা বিনোদনের, ব্রিটেন শিল্পকারখানার আর জার্মানি শৃঙ্খলার দেশ। আবদুল হামিদ এ দেশগুলোর মধ্যে জার্মানি দ্বারা বেশ প্রভাবিত হন। তিনি তখনই মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নেন যে, কোনোদিন ক্ষমতাসীন হলে সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ নিতে জার্মানিতে পাঠাবেন। এই সফর থেকে তিনি আরও কিছু বিষয়ে প্রভাবিত হন, যেগুলো তাঁকে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন শাখা তথা শিক্ষা, শিল্প, পরিবহনখাত এবং সামরিক বিভাগে নতুনত্ব নিয়ে আসার প্রতি উৎসাহ জোগায়। এ কারণেই তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পরপর কয়েকটি টর্পেডো খরিদ করে সেগুলো আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধোপযোগী করে গড়ে তোলেন। ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যয় করে দেশব্যাপী টেলিগ্রাফ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এসব স্কুলে অত্যাধুনিক জাগতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। প্রথমবারের মতো উসমানি সাম্রাজ্যে বাস-সার্ভিস চালু করেন। সাইকেল আমদানিসহ পরিমাপের ক্ষেত্রে মিটারব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তবে এতকিছুর পরও তাঁর কড়া দৃষ্টি ছিল, যাতে পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রচার-প্রসার না ঘটে।

এই সফর আবদুল হামিদের ওপর বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তিনি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করলেও কোনো ইউরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হননি—চাই তার সত্যতা যতই অকাট্য হোক না কেন এবং সে উসমানি খিলাফতের যতই ঘনিষ্ঠজন হোক না কেন।

এই সফরে উসমানি প্রধানমন্ত্রী ফুয়াদ পাশা এবং কতিপয় ইউরোপীয় শাসকদের মধ্যকার বিতর্কের প্রতি আবদুল হামিদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। ফুয়াদ পাশাকে ইউরোপীয়রা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কী পরিমাণ অর্থমূল্যে ক্রিট দ্বীপ বিক্রয়ে রাজি আছেন?'

জবাবে ফুয়াদ পাশা বলেছিলেন, 'আমরা যে মূল্যে দ্বীপটি ক্রয় করেছিলাম, সেই মূল্যে বিক্রয়ে রাজি আছি।' তাঁর কথার উদ্দেশ্য ছিল—ক্রিট দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য আমরা দীর্ঘ ২৭ বছর যুদ্ধ করেছি। অতএব, এটা নিতে হলে তত দিন যুদ্ধ করতে হবে! ফুয়াদ পাশাকে আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র কোনটি?' তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'উসমানি সালতানাতই বিশ্বে সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র। কারণ, তোমরা একে বাইরে থেকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছ; আর আমরা একে ভেতর থেকে ধ্বংস করতে তৎপর রয়েছি; তথাপি আমাদের উভয়ের চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে!'

এসব আলোচনা থেকে আবদুল হামিদ এই শিক্ষাই গ্রহণ করেন—যেসব শক্তি উসমানি সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে তৎপর রয়েছে, তাদের নিশ্চুপ করানোর মতো শক্তি তাঁদের এখনো আছে। মোটকথা, এই সফরে রাজনৈতিক আলোচনা থেকে তিনি প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পরে সেই অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগান। সফরকালে আবদুল হামিদের বয়স ছিল ২৫ বছর।[৩]

দুই. খিলাফতের বায়আত এবং সংবিধান ঘোষণা

ভাই মুরাদের পর ১১ শাবান ১২৯৩—৩১ আগস্ট ১৮৭৬ বৃহস্পতিবারে তাঁর হাতে বায়আত সংঘটিত হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর। বায়আতের জন্য মন্ত্রীবর্গ, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বড় বড় সিভিল এবং সামরিক অফিসারবৃন্দ তোপকাপি প্রাসাদে জমায়েত হন। এভাবে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ তাঁকে মসনদে আসীন হতে মোবারকবাদ জানান। সুলতানের চারপাশে কামান দাগানো হয় এবং আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। তিন দিন যাবৎ ইসতাম্বুলে সেই আনন্দের রেশ চলতে থাকে। আর প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিদের কাছে তারবার্তা পাঠান।[৪]

সুলতান আবদুল হামিদ মাদহাত পাশাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর ২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৬—১২৯৩ হিজরি পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ওই সংবিধান ঘোষণা করেন, যে সংবিধানে নাগরিক-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্ট হয় দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। একটি হচ্ছে মাজলিসুন নাওয়াব বা প্রতিনিধিপরিষদ (নিম্নকক্ষ); অপরটি হচ্ছে মাজলিসুশ শুয়ুখ বা আইনপরিষদ (উচ্চকক্ষ)।[৫]

সুলতান আবদুল হামিদকে তাঁর শাসনামলের শুরুতে মন্ত্রীদের তরফ থেকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। 'তরুণ অটোমানস' কর্তৃক তাঁকে বহুমুখী পেরেশানির শিকার হতে হয়। এরা শিক্ষিতশ্রেণি হলেও পশ্চিমাদের দ্বারা ছিল মারাত্মক প্রভাবিত। ফ্রিম্যাসনরা এদের মাধ্যমে বিরাট স্বার্থ উদ্ধার করে। এদের তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। সরকারের ওপর মন্ত্রীদের চাপ সীমা ছাড়িয়ে যায়। মাদহাত পাশা—যে ছিল আধুনিক তুর্কি আন্দোলনের অগ্রপথিক, সে সুলতানের শাসনামলের প্রথম দিকে সুলতানের উদ্দেশে লেখে, 'সংবিধান ঘোষণার দ্বারা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে অত্যাচার-অনাচার লোপ পায়। আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্ত্রীদের

[৩] *আস-সুলতান আবদুল হামিদ আস-সানি*, মুহাম্মাদ হারব : ৫৬-৫৮।

[৪] *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিয়্যিল হাদিস* : ১৮৩।

[৫] প্রাগুক্ত : ১৭৮।

বেতন-ভাতা নির্ধারিত হয়। সর্বশ্রেণির মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়, দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। আমি কেবল ততক্ষণই আপনার নির্দেশ পালন করব, যতক্ষণ আপনার নির্দেশ জাতির স্বার্থবিরোধী প্রমাণিত না হবে।'

এ প্রসঙ্গে সুলতান আবদুল হামিদ বলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি মাদহাত পাশা নিজেকে আমার ওপর নিয়ন্ত্রক ও অধিকর্তা হিসেবে মনে করছে; অথচ সে তার আচরণে গণতন্ত্র থেকে দূরে এবং স্বেচ্ছাচারের অনেক কাছে।'[২]

মাদহাত এবং তার সাথিরা ছিল মদ্যপ। সুলতান আবদুল হামিদ তাঁর রোজনামচায় লিখেন, 'এ কথা সুবিদিত যে, কালের স্বাধীনচেতা কবি ও সাহিত্যিকরা সে দিন মাদহাত পাশার ঘরে জমায়েত হয়, যে দিন সংবিধানের খসড়া প্রকাশ করা হয়। এরা রাষ্ট্র নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য একত্রিত হয়নি; বরং একত্রিত হয়েছিল মদপান এবং উল্লাস করতে। এরা মদকে অত্যন্ত পছন্দ করত। মাদহাত পাশা যে যৌবনকাল থেকেই মদ পান করত, এ ব্যাপারে সবাই সম্যক অবহিত। তাই তার রচিত খসড়া সংবিধানও ছিল শরাবের মতো নেশা জাগানিয়া। সে দিন যখন মাদহাত পাশা মাতাল হয়ে দস্তরখান থেকে ওঠে, তখন দুজন তাকে দুই দিক থেকে ধরে রেখেছিল, যাতে সে টলতে টলতে পড়ে না যায়। সে হাত ধুতে ধুতে তার ভগ্নিপতি তুসুন পাশাকে নেশাজড়ানো কণ্ঠে বলছিল, 'হে পাশা, আমি যে পদে আসীন হয়েছি, সে পদ থেকে আমাকে নামাবার শক্তি আজ কার আছে? কে আছে? বলো, আমি কত বছর যাবৎ প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে আসীন আছি?' জবাবে তুসুন পাশা বলেন, 'এ অবস্থা চলতে থাকলে তুমি মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য।'

মাদহাত পাশা তার মদের আসরে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় প্রকাশ করে ফেলত। পরদিন এসব গোপন বিষয় ইসতাম্বুল জুড়ে প্রচার হয়ে যেত। এক রাতে তার এ ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলে যে, সে অতিশীঘ্রই উসমানি সালতানাতে গণতন্ত্রের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে; আর সে হবে নব্য তুর্কির প্রেসিডেন্ট। ঠিক সেভাবে, যেভাবে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্ষমতায় এসেছিলেন।[৭]

মাদহাত পাশার ওপর সুলতান আবদুল আজিজকে হত্যার অভিযোগও ছিল। সুলতান আবদুল হামিদ বিষয়টা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির অনুসন্ধানে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। ফলে আদালত তাকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রদান করে; কিন্তু সুলতান আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর কিছুটা হস্তক্ষেপ করে ফাঁসির দণ্ডাদেশকে জেলদণ্ডে বদলে দেন। তিনি মাদহাত পাশাকে হিজাজে নির্বাসিত করে দেন। সেখানে সেনাবাহিনীর অপরাধীদের জন্য একটি জেলখানা ছিল।

[২] *আস-সুলতান আবদুল হামিদ সানি*, মুহাম্মাদ হারব : ৫৯, ৬০।

[৭] প্রাগুক্ত : ৭৭।